তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

সংবাদ

‘শিক্ষিত ক্রিকেটার দেখতে চাই ভবিষ্যতে’

সংবাদ স্পোর্টস ডেস্ক

একজন সুশিক্ষিত মানুষই সমাজের সচেতন মানুষ। একজন সচেতন মানুষ যখন ক্রিকেটের মতো টেকনিক্যাল একটা খেলায় আসে তখন সে তার মেধা ও প্রজ্ঞার সঠিক ব্যবহার করতে পারেন। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটারই উচ্চশিক্ষিত নন।

বিসিবি পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুসের মতে, একজন খেলোয়াড় শিক্ষিত না হলে স্কিল ও টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রভাব পড়ে। বাঁ-হাতি পেসার জালাল টানা ১৩ বছর আবাহনীর হয়ে খেলেছেন। তার সময়ের ক্রিকেটের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জালাল ইউনুস বলেন, ‘সত্তর-আশির দশকে প্রথম বিভাগে যত সেরা খেলোয়াড়, তারা সবাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৭৭-৭৮ সালের দিকে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে (লংগার ভার্সন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলতো। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল- এ পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রিপ্রেজেন্ট করেছি। আমাদের সঙ্গে ওয়াহিদুল গনি, রফিক আলম, ইশতিয়াক আহমেদ, নেহাল হাসনাইন, জিএস হাসান তামিমরা ছিলেন ইউনিভার্সিটি টিমে। পরের দিকে আতাহার আলী খান এলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিম সব সময় সেরা হতো।’

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জালাল ইউনুস

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত রেড বুল ক্যাম্পাস ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডসে রানার্সআপ হওয়ায় বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসের (ইউল্যাব) ক্রিকেট দলকে সংবর্ধনা দেয়া হয় ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে। শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সম্মেলন কক্ষে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ইউল্যাবের ক্রিকেটার, কোচ ও ম্যানেজারের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন? প্রধান অতিথি জালাল ইউনুস।

বিসিবির এ পরিচালক বলেন, ‘আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটাররা ঢাকার ক্রিকেটকে ডোমিনেট করতো। যারা ন্যাশনাল টিমে খেলছে, যারা ঢুকবে, ঢুকছে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতো। কিন্তু আমরা এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের ক্রিকেটার আর দেখি না। জাতীয় লীগ কিংবা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রিপ্রেজেন্ট করার মতো বিশ্ববিদ্যালয় দেখি না। আগে বুয়েট, রাজশাহী ইউনিভার্সিটিসহ বেশিরভাগ পাবলিক ইউনিভার্সিটি এ ধরনের টুর্নামেন্টগুলো খেলতো। যারা জাতীয় দলকে প্রতিনিধিত্ব করতো তারাও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আসতো। কিন্তু আজকাল এমনটা দেখা যাচ্ছে না।’

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রিকেটার সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হলে বিসিবি থেকে সহায়তা করা হবে বলেও জানান ইউনুস, ‘গত বছরের প্রথম দিকে ইউল্যাব ইউনিভার্সিটি ভিজিট করেছিলাম। তাদের ফেয়ারপ্লে টুর্নামেন্ট হচ্ছিল তখন। তাদের নিজস্ব যে অবকাঠামো দেখেছি তা অসাধারণ। তাদের নিজস্ব মাঠ আছে। মাঠের যত্ন এবং নিজস্ব যে সেটআপ সেটি দারুণ। তাদের গ্রাউন্ডসম্যান বিসিবিতে অনেক দিন কাজ করেছে, সে উইকেট লুক আফটার করে। ইউল্যাব যদি পারে অন্যরা কেন পারবে না।’ যোগ করেন, ‘সরকারি এবং বেসরকারি ইউনিভার্সিটি যদি আগ্রহ দেখায় তাহলে আবার আমরা টুর্নামেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করতে ক্রাইটেরিয়া সেট করে দেয়া হবে। আমরা শিক্ষিত ক্রিকেটার দেখতে চাই, ভবিষ্যতে। ক্রিকেট খেলতে বুদ্ধি লাগে। পড়াশোনাতেই যার বিকাশ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন জাতীয় দলে খেলবে তখন তাদের স্কিল ও টেকনিক্যাল বিষয় বুঝতে সহজ হবে।’ ওয়েবসাইট।